যতটুকু করা তোমাদের জন্য সম্ভব

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন। মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা, দাস্তুর, মাদাদ ইয়া শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, মাদাদ। তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

لايكلف الله نفساً إلا وسعها

"লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা।" (সুরা বাকারাহঃ২৮৬) আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) মানবজাতিকে ততটুকুই ভার দিয়েছেন যা তারা বহন করতে পারে, তাদের জন্য যা করা সম্ভব এবং এমন কোন বোঝার নীচে তারা নেই যা তারা বহন করতে অক্ষম। এটি সবার জন্য সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আলাহ (জাল্লা জালালুহু) সকল ইবাদাত সমূহ ইতিমধ্যেই উল্লেখ করে দিয়েছেন। সেগুলোও ততটুকু যা তোমরা বহন করতে সক্ষম। বোলো না যে তোমরা তা করতে অক্ষম। আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কতটুকু করতে পারবে তা তিনি নিশ্চিতভাবে পরিমাপ করেছেন এবং তোমাদের তা দেখিয়েছেন। তোমরা সহজেই সেটুকু করতে পারো। তার থেকে কম ইবাদাত করা অথবা অতটুকু করতে পারবে না, এরকম বলাটা মিথ্যা। তোমাদের জন্য যেটুকু করা সম্ভব তার থেকে বেশী করতে যেও না। যেটুকু ইবাদাত তুমি সবসময় করতে পারবে ততটুকুই কর কিন্তু তা অবিরতভাবে কর। খুব দ্রুত অনেক বেশী করতে যেও না, যেন তা পরে তোমার কাছে অতিরিক্ত মনে না হয়।

যখন মানুষ কোন কিছু নিয়ে উতসাহ বোধ করে, তারা সেটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং রাতারাতি আউলিয়া হয়ে যেতে চায়! সেসব মানুষকে এক মাস, দুই মাস বা তিন মাস পড়ে দেখবে যে তারা সব ইবাদাত ছেড়ে দিয়েছে।

কিছু সময় পরে তারা সব ছেড়ে দেয় কারণ তাদের জন্য তা খুব ভারী মনে হয়। তোমাদের নিজেদের সেরকম হতে দিও না। যতখানি তোমাদের জন্য সম্ভব ততখানি কর। আল্লাহ দেখিয়েছেন এবং আদেশও করেছেন যতটা সম্ভব ততটাই করার জন্য।

অন্যান্য ব্যাপারও ঠিক এরকমই। যখন তোমরা কোনো কাজ নেবে, এমন কাজ নাও যা করতে পারবে। বেশীরভাগ মানুষই লোভী, তারা বলে তারা কাজটি করতে পারবে, তারা এরকম সেরকম পরিকল্পনা করে এবং কাজ শুরু করে দেয়। তারপর, তাদের হাতে যে সামান্য টাকা বাকী ছিল তাও হারিয়ে যায় এবং তারা আফসোস করে। আল্লাহ্ এটাই আমাদের দেখানঃ যে কাজ করতে পারবে না সে কাজ হাতে নিও না। অন্য মানুষের টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু কোরোনা। তোমরা সম্মান হারাবে এবং মানুষেরও ক্ষতি করবে।

বাচ্চাদেরও ততটুকু করতে বল যা তারা পারবে। এই জন্যই বলা হয় বাচ্চাদেরকে সাত বছর বয়স থেকে ধীরে ধীরে নামায পড়াও। তারা যদি আরও পরে শুরু করে তাহলে তারা নামাযে অভ্যস্ত হতে পারবে না এবং তা তাদের জন্য নামায পড়া কঠিন হবে। তাদের ধাপে ধাপে তা করা উচিত, ধীরে ধীরে নামাযের অভ্যাস করা। এটা হতে হবে অবিরত। নামায শুরু করে ছেড়ে দিলে হবে না। বাচ্চাদের অনবরত নামায পড়ার জন্য তাদেরকে বারবার শেখাতে হবে যেন তারা ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে মানুষ যেন এমন কোন বোঝা কাঁধে না নেয় যা সে বহন করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা দয়াময়, ইয়া আরহামার রাহিমীন। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) সকল দয়াশীলদের মাঝে সর্বাধিক দয়াশীল। তিনি বলেছেন আমরা কোনকিছু করতে পারবো শুধুমাত্র উনার নিয়ামাত, দয়া এবং রাহমাতের দ্বারা। অতএব, চল আমরা করি। এই বলে অজুহাত দেখিও না, "না, আমি নামায পড়তে পারবো না", এবং "না, আমাকে দিয়ে সম্ভব নয়।"

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

একটা দিনও তোমাদের নামায এবং ইবাদাত ছাড়া অতিবাহিত করা উচিত নয় যেন তুমি ভূলে না যাও যে তুমি মানুষ। একজন লোক শুধুমাত্র ইবাদাত এবং আল্লাহর আদেশ পালনের মাধ্যমে মানুষ হতে পারে। যতক্ষণ না তা করা হবে, যতক্ষণ না তারা নামায পড়বে, তারা যত খুশী শিক্ষিত হোক, যত খুশী জ্ঞানী হোক, এমনকি সে পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি হলেও তা তার জন্য উপকারহীন। অনেকে বলে যে তারা সবসময় দু'আ করে, অনেক দু'আ, এবং তারা অনেক বই পড়ে কিন্তু তারা নামায পড়ে না। সেটাতেও কোন কাজ হবে না। তুমি যদি ২৪ ঘন্টাও কুর'আন শারীফ পড় নামায বাদ দিয়ে, তা অকার্যকরী হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে পথপ্রদর্শন করুন।

ওয়া মিন আল্লাহ তাওফীক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আর-রাব্বানী

১৮ ডিসেম্বার ২০১৫, আকবাবা দারগাহ, ফজর নামায।